চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিবেদন লিখন (Report Writing)

সামাজিক গবেষণার সর্বশেষ পর্যায়টি হলো প্রতিবেদন লিখন। এই পর্যায়ে গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করা হয়। P.C. Tripathi বলেছেন, "A research report is the ultimate output of the research process." (*A Textbook of Research Methodology in Social Sciences*)।

প্রতিবেদন লিখনের তাৎপর্য (Significance of a Research Report)

পাঠকের নিকট গবেষণার বিষয়বস্তু, প্রাপ্ত উপাত্ত ও তার বিশ্লেষণ, তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং সামগ্রিক ফলাফল পৌঁছে দেওয়ার জন্যই গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। গুড এবং হ্যাট (Goode and Hatt) বলেছেন, "গবেষণার ফলাফল আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট পৌঁছে দেওয়া এবং এমন সুসংবদ্ধভাবে তা প্রকাশ করা যাতে সঠিক তথ্যগুলি তাঁরা বুঝতে পারেন এবং নিজে এর যথার্যতা নিরূপণ করতে পারেন।" সি. আর. কোঠারি বলেছেন যে অতি যত্নে পরিচালিত ও কষ্টার্জিত গবেষণার ফলাফলও কোনো কাজে লাগে না যদি না তা বোধগম্য প্রতিবেদন আকারে জনসমক্ষে পেশ করা হয়। সামাজিক গবেষণা হচ্ছে জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন কিছু সংযোজন। তাই কোঠারির মতে, "Research results must invariably enter the general store of knowledge. All this explains the significance of writing research report." প্রতিবেদন থেকে গবেষণার বিষয় সম্পর্কে নতুন জ্ঞান অর্জন করা যায়, গবেষণার কাজে প্রেরণা পাওয়া যায় এবং গবেষণা পরিচালনার দিকনির্দেশ পাওয়া যায়।

গবেষণা প্রতিবেদনের কাঠামো (Outlines of a Research Report)

গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনের জন্য বর্তমানে নানা ধরনের Mannual পাওয়া যায়। আবার কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা সংস্থা তাদের নিজস্ব কাঠামো বা format তৈরি করে থাকে। এই format-এর তিনটি প্রধান বিভাজন আছে—(১) প্রারম্ভিক বিভাগ (Preliminary stage), (২) প্রতিবেদনের মূল অংশ (Main body of the Report) ও (৩) তথ্যসূচি (Reference)। প্রতিটি বিভাগ আবার একাধিক উপবিভাগ নিয়ে গঠিত। নীচে Research Report-এর একটি রূপরেখা দেওয়া হল :

(১) ভূমিকা : ড. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, ভূমিকার উদ্দেশ্য আলোচ্য বিষয় ও তার গুরুত্ব নির্দেশ। বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বে কোনো আলোচনা বা গবেষণা হয়েছে কিনা, আলোচ্য বিষয়ের অভিনবত্ব কোথায়, তা প্রথমেই স্পষ্ট করে বলে দেওয়া প্রয়োজন। ভূমিকায় কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া থাকে যথা, গবেষণাটির শিরোনাম, যে সংস্থায় গবেষণাপত্রটি জমা দেওয়া হবে তার নাম, যে ডিগ্রির জন্য এই প্রতিবেদন তার উল্লেখ, বিবরণী জমা দেওয়ার তারিখ, গবেষক এবং Research Guide বা Supervisor-এর নাম, গবেষককে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার, লেখাটি যে মৌলিক গবেষণা — কোনো plagiarism বা রচনাচুরি করা হয়নি সে সম্পর্কে Declaration বা ঘোষণা। এক কথায় গবেষণা বিবরণীর উদ্দেশ্য এবং কর্মপরিধি নিয়ে এই অংশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য থাকে। যদি ভূমিকাটি নীরস এবং বিশৃঙ্খল হয় তবে গবেষণার রিপোর্ট পাঠে পাঠক নিরুৎসাহী হবেন। P.C. Tripathi বলেছেন, "The purpose of the introduction is to discuss the background of the research project."

(২) মূল আলোচনা : গবেষণার মূল বিষয় এ অংশেই বিধৃত থাকে। সাধারণত এই অংশে গবেষণার সমস্যা ও বিষয়বস্তু পূর্বানুমান, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিবরণ থাকে। এছাড়া গবেষণায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ ও ধ্যান-ধারণার সঠিক ও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা এখানে উল্লেখ করা হয়। এ পর্যায়ে Research Methodology বা গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ প্রদান করতে হয়। অর্থাৎ নমুনার আকার, উপাত্ত (Data) সংগ্রহের উপকরণ ও কৌশল যেমন প্রশ্নমালা, গবেষণা নকশা ও প্রক্রিয়ার কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। Research findings বা গবেষণার ফলাফল প্রতিবেদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ অংশ। প্রাপ্ত ফলাফলের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব এখানে বিধৃত করা হয়। সি. আর. কোঠারি (C.R. Kothari) বলেছেন, "The main text provides the complete outline of the research report along with all details... The main text of the report should have the following sections: (i) Introduction; (ii) Statement of findings and recommendations; (iii) The results; (iv) The implications drawn from the results; and (v) The summary." ড: সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "দীর্ঘ তত্ত্ব যা প্রতিপন্ন করতে চাওয়া হয়েছে, তার সারসংক্ষেপ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি এখানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। গবেষণাজাত সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্ত হলে ক্ষতি নেই, কিন্তু তার সুবিন্যাস ও সুসংহতি একান্ত কাম্য। গবেষণায় সাধারণত মৌলিক চিন্তার ওপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়।"

(৩) তথ্যপঞ্জি : গবেষণার কাজে ব্যবহৃত ও প্রাসঙ্গিক বই, প্রতিবেদন ইত্যাদি তালিকা এই অংশে সংযোজিত হয়। তাছাড়া গবেষণার মূল প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত

সম্ভব হয়নি অথচ গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেমন—গবেষণার প্রশ্নমালা (questionnaire), সারণি, মানচিত্র, কোনো আইন, চুক্তিপত্র, সরকারি নির্দেশিকা বা রিপোর্ট ইত্যাদি। কোনো কোনো গবেষণাপত্রে পাদটীকা বা footnotes ব্যবহার করা হয়।

গবেষণার প্রতিবেদন কেমন হবে সে বিষয়ে ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম না থাকলেও কিছু বিষয় লক্ষ রাখতে হয়; যথা—

- প্রতিবেদনটি বাস্তবসম্মত হতে হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য (fact) ও উপাত্ত (data)-এর উপর ভিত্তি করে বাস্তবসম্মতভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।
- প্রতিবেদনের ভাষা সুস্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন।
- রচনাচুরি বা plagiarism যেন না হয়। গবেষককে বুদ্ধিগত দিক থেকে সৎ (intellectually honest) হতে হবে।

গ্রন্থসূত্র :

১। ইসলাম, ড. মো. কমরুল, রাসুল, মোহাম্মদ ইপ্তেসার, সুলতানা, নাসরিন ও দাস, সম্পা—*থিসিস গবেষণা পদ্ধতি* (কালিকলম, ঢাকা, ২০১৭)

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুরভি—*গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি*

৩। Kothari, C.R. and Garg, Gaurav—*Research Methodology : Methods and Techniques*.

(A) প্রারম্ভিক বিভাগ (Preliminary Stage)

1) নামকরণ পৃষ্ঠা (Title Page)

এখানে থাকে :

- গবেষণা শিরোনাম (Title)
- গবেষক ও প্রতিষ্ঠানের নাম (Name of the researcher and the institution)
- মুখবন্ধ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Preface and Acknowledgement)
- সূচিপত্র (Table of Contents)
- মৌলিক গবেষণাসংক্রান্ত ঘোষণার শংসাপত্র (Declaration Certificate)
- টেবিলের তালিকা (List of Tables)
- চিত্রের তালিকা (List of Pictures)

(B) প্রতিবেদনের মূল অংশ (Main Body of the Report) :

1) ভূমিকা (Introduction) :

- গবেষণার সমস্যা ও বিষয়বস্তু (Subject matter and problems of research)
- পূর্বগবেষণা বিশ্লেষণ (Review of literature)
- প্রকল্প (Hypothesis)

2) গবেষণা নকশা (Research Design)

- গবেষণা পদ্ধতি (Methodology)
- তথ্যের উৎস (Sources of data)
- উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি (Techniques of data collection)
- নমুনাচয়ন (Sample selection)

3) তথ্যের উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ (Presentation and Analysis of Data)

- বিষয় (Text)
- সারণি ও চিত্র (Tables and Figures)

4) সারাংশ ও উপসংহার (Summary and Conclusion)

C. তথ্যসূচি (Reference)

- গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)
- পরিশিষ্ট (Appendix)

আগেই বলা হয়েছে একটি গবেষণাপত্রের তিনটি অংশ থাকা উচিত— (১) ভূমিকা (২) মূল আলোচনা ও (৩) তথ্যপঞ্জি।